আমেরিকান ছোটগল্পকারের দৃষ্টিতে পারিবারিক জীবন

শান্তি আচার্য

আমেরিকান ছোট গল্পে আমেরিকান পারিবারিক জীবনের বিস্তারিত ইতিহাস প্রতিফলিত হয়েছে। পরিবারের ব্যক্তিমানসের অন্তর্নিহিত অনুভব, চরিত্র-বিশ্লেষণ সাহিত্যগুণ -মন্ডিত হয়ে স্ফুটিত হয়েছে। গল্পগুলিতে ওই দেশের মানুষের জীবনের মূল্যবোধ ও লক্ষ্য, দৈনন্দিন সুখ - স্বাচ্ছন্দ্য, পরস্পরনির্ভর সম্পর্কও প্রতিভাসিত হয়েছে। চরিত্রগুলির একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও পারস্পরিক অর্থনৈতিক নির্ভরতা বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে দিয়ে রূপায়িত। এমন কি, সমাজের বড় সমস্যার বিষয় দাম্পত্যজীবনে বিরোধ, নৈরাশ্য, সম্পর্কছেদ, পরিণামে সন্তান ও আত্মীয়জনের উপর তার প্রতিক্রিয়া, তার উপর গড়ে তুলে শান্তি বজায় রাখতে চায়, অন্য সদস্যদের স্বার্থপরতা তা ভেঙে দেয়। একজন যদি সংসারের সুখের শিকড় মাটির গভীরে নিয়ে যেতে তাৎপর হয়, অন্য একজন তার ছেদনে উৎসাহী হয়।

এইভাবে ছোটগল্পগুলি আমেরিকার সামাজিক জীবনের ইতিহাস বহন করে চলেছে। লক্ষ্য করতে হয় সময়ের সঙ্গেসঙ্গে সেই ইতিহাসও পরিবর্তিত হচ্ছে। আমেরিকান গল্পকারগণ তাঁদের সমসময়ের পারিবারিক জীবনের অভিজ্ঞতা স্বকীয় অনুভবের সঙ্গে মিলিয়ে সাহিত্যে চিত্রায়িত করেছেন। আশা - নিরাশা, সুখ-দুঃখের দোলায় অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছে। লেখক নিজের মতো করে সে - সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। পাঠককেও দাঁড় করিয়েছেন।

সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস হিসাবে যদি ঊনবিংশ শতাব্দীর গল্পগুলিকে দেখা যায়, তাহলে চোখে পড়বে পারিবারিক সুখশান্তির প্রধান বাধা দারিদ্র্য এবং তার ফলে অসুস্থতা। অর্থনৈতিক চাপ মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের জীবন বিপর্যস্ত করেছে, সুস্থতা ব্যাহত করেছে। এই শতাব্দীর লেখকরূপে খ্যাত জ্যাক লন্ডন, ও হেনরি, ফ্রানসিস ব্রেট হার্টপ্রমুখ। এঁরা অবশ্য তাঁদের গল্পের চৌহদ্দি পারিবারিক জীবনেই সীমাবদ্ধ রাখেননি।

বিংশ শতাব্দীতে আমেকিার সামাজিক জীবনের সমস্যা অনেক বেড়ে গেছে। বেকার - সমস্যায় পারিবারিক জীবন নিষ্পেষিত হচ্ছিলই। আলবার্ট মালৎসের গল্প সবচেয়ে সুখি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। গল্পের নায়ক স্ত্রী - সন্তানের অন্নসংস্থানের তাগিদে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েও একটি চাকরিলাভের আনন্দে নিজেকে সুখীতম মানুষ মনে করছে। অ্যারঙ্কিন কল্ডওয়েলের গল্পেও দেখছি কালো মানুষ জিম মেয়েকে খিদের জ্বালায় কাতর হতে দেখেও খেতে দিতে পারেনি। খাবার ছিল না। তাই তাকে শট্ গানটা ব্যবহার করতে হয়েছিল।

বিংশ শতাব্দীর লেখক আরও অনেক সমস্যার গভীরে গিয়েছেন। তাঁরা দেখেছেন মূল্যবোধের ক্ষয় পারিবারিক জীবনে অসন্তোষ, ক্ষোভ, বিদ্বেষের সৃষ্টি করেছে। ব্যক্তিগত লোভ, মোহ, স্বার্থপরতা মানুষ - মানুষের প্রীতির সম্পর্ক নষ্ট করে দিচ্ছে। স্বামী -স্ত্রীর ভালোবাসা এবং পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্কে চিড় ধরছে।

শার্লোট পার্কিনস্ গিলম্যানে Widow's Might গল্পে পিতার মৃত্যুর পর সদ্যোবিধবা মাতার কাছে এসে দুই কন্যা আর পুত্র তিনজনেই সমভাবে পৈতৃক সম্পত্তি - বন্টনে একমত হয়েও মায়ের দায়িত্ব নিতে দ্বিধাগ্রস্থ হয়েছে। ছেলের দ্বিধা স্ত্রীকে নিয়ে। মেয়েরা মার বোঝা বাড়তি মনে করে। এই চিত্র আমাদের এদেশে মধ্যবিত্ত সংসারের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু ওদেশের মায়ের ব্যবহারিক বোধ এদেশীয় মায়ের থেকে অনেক বেশী। মা মিসেস ম্যাকফারসন মা - বাবার প্রতি পুত্রকন্যার আচরণ এযাবৎ লক্ষ্য করে নিজের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে ফেলেছিলেন। পুত্রকন্যাকে সম্পত্তির ভাগ যথো চিতভাবে দিয়ে ঘোষনা করেছিলেন, তিরিশ বছর তোমাদের সেবা করেছি বাকি বছর আমার স্বাধীনভাবে বাঁচবার। ম াতৃত্বের উপযুক্ত মর্যাদা না - পেলেও নারী যে স্বতন্ত্ররূপে উদ্ভাসিত হতে পারে তারই প্রকাশএ গল্পে।

আবার এমনও দেখা যাচ্ছে পরিবারের প্রায় সকলের মৃত্যুর পর একজন অবিবাহিত কন্যা সারাতুন নিজের পারিবারিক অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখতে আগ্রহী। তাকে প্রেরণা দিচ্ছে বাগানের একটিমাত্র টিকে থাকা পপলার গাছ। গল্পটির নাম L'ombardy Poplar : লেখিকা মেরি উইলকিনস্ ফ্রীম্যান। Mary Hedin এর 'Tuesdays' গল্পটিতে মেয়ে Marcia প্রতি মঙ্গলবার বৃদ্ধ বাবা-মাকে দেখতে যায়। তাঁদের প্রিয় খাদ্য নিয়ে যায়। প্রিয় বিষয়ে স্মৃতিচারণ করে।বর্তমান শতাব্দীর ক্রমবর্ধমান সমস্যায় পুত্রকন্যা জড়িয়ে পড়েছে। নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ পিতা তারই ফাঁকে মেয়ের সঙ্গে অতীতের সুখস্মৃতি নাড়াচাড়া করে তৃপ্তিলাভ করেছেন। উত্তর পুষকে অবলম্বন করে এই যে স্নেহ - ভালোবাসার বন্ধন একটা বাঁচার মূল্য আজও জে াগায়। পরিবার -জীবনে পরস্পরের বন্ধনের এমনি একখানি সুখচিত্র দেখি Wedding Day গল্পে। রচয়িতা Roberta Silman । বাড়ির প্রথমা কন্যার বিবাহের দিনে পিতামহ-পিতামহী থেকে আরাম্ভ করে আত্মীয় - আত্মীয়, বন্ধু - বান্ধব এমনকি বাড়ির দাসীকে পর্যন্ত উৎসবের অংশীদার করেছেন বর্তমানের ব্যস্ত জীবনে ছোট পরিবারের যুগে। এই প্রা প্তিটুকুও মূল্যবান। আবার, একটি গল্পে দেখি লেখকের চোখে এড়ায়নি এও যে--- পরিবারের বাকি মানুষদের স্বার্থপরত া একজনকে আর্থিকভাবে নিরন্তর বিব্রত করে চলেছে। Raymond -এর গল্প 'Elephant'- এই বড় ভাই এইরকম এক বিপর্যস্ত মানুষ। সে মাসের প্রথমেই বিবাহ বিচ্ছিন্না পত্নীকে মাসোহারা পাঠাতে বাধ্য হয়। তারপর আসে ভাই -এর বাহ ানা চাকরিটি তার গেছে। অতএব বড় ভাই -এর কাছে ধার। এইভাবে মা, ভাই স্ত্রী পুত্র-কন্যা সকলের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে গিয়ে একসময় নায়ক বড়ভাইয়ের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে যায়।

দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক চাপ ব্যক্তি - মানসের উদারতাকে সঙ্কীর্ণ করে দিচ্ছে। তবু এরই মধ্যে মানুষে চেষ্টা করছে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে। অভাবের নিষ্পেষণেও মাথা উঁচু করে চলতে। Ernesh J. Coines এর The Sky is Grey গল্প তারই নমুনা। আট বছরের ছেলে James এর পিতা যুদ্ধে গেছে---আর ফেরে নি। কোনো খবরও নেই। পাঁচটি ভাইবোন আর মাসীকে নিয়ে মায়ের সংসারে । কষ্টে চলে। জেমস নিজেকে একমাত্র নির্ভরযোগ্য পুষ মানুষ ভাবে। তাই অর্থকষ্ট, দৈনন্দিন অভিযোগ সবই মায়ের সঙ্গে সে সমানভাবে ভাগ কেরে নেয়। দাঁতের যন্ত্রণায় অধীর জেমস খিদেয় কাতর হয়েও চোখের জল ফেলে না। তার কাঁদুনে ছেলে হওয়া তো চলে না। মাকে তার আশ্বাস দিতেই হবে। লেখক বালকের চোখ দিয়ে নিউ ইয়ার্কের নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের নিদাণ অভাবের চিত্র দেখিয়েছেন অভ াবের মধ্যেও মা, ছেলে, মাসীর মধ্যে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বজায় আছে। এই সমাজে শিশুর কাছেও আকাশের রঙ ধূসর। একই সঙ্গে লেখকের কলমে বর্ণ- বৈষম্যের চেহারাও উঠে এসেছে । হতদরিদ্র পরিবারের বালকটি বর্ণবৈষম্যেরও শিক ার।

দাম্পত্য জীবনে বিচ্ছেদ আমেরিকার সমাজ -জীবনে চলে আসছে, কিন্তু পারিবারিক জীবনযাত্রায় পতি-পত্নীর স ম্পর্কচ্ছেদ অনেক ক্ষেত্রে সমর্থিত আগেও হয়নি, এখনও হয় না। সময় অনেক গড়িয়ে গেছে। স্বামী - স্ত্রীর সম্বন্ধের সহনশীলতা অনেক বেশি কমে গেছে বটে, তবু পরিবারের বয়স্কব্যক্তিরা দম্পতির বিচ্ছিন্ন জীবন অনুমোদন করছেন না। Bobby Ann Mason -এর 'খপ্তস্ত বড়ন্দন্ধ' গল্পে দেখা যায়, মা ক্লিও ওয়াটকিনস্ মেয়ে লিন্ডার বিবাহ - বিচ্ছেদ মেনে নিতে পারছেন না। পুত্রকন্যা স্বামী- সঙ্গের অভাব হেতু পিতৃসঙ্গ থেকে বঞ্চিত হবে, এ সবই তাঁর গুতর সমস্যা। কিংবা স্ব

ামীর উপর সন্তানের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে স্ত্রী নিজের স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবে, তা লেখকেরও মনঃপুত নয়। বিচ্ছিন্ন দম্পদির কাছে সন্তান - পালনের সমস্যা যে কোনো অংশেই সুখের নয়---আধুনিক কালের লেখক তাও লক্ষ্য করেছেন। 'Starlight' গল্পে Marian Thurm বলছেন---এলেন স্বামীর থেকে বিচ্ছিন্ন। কারণ স্বামী অন্য নারীতে আসক্ত । ছেলে দুটি মায়ের সঙ্গ -র থেকে পিতার সঙ্গকে প্রাধান্য দিয়েছে। লেখিকা একদিকে স্বামীর অবহেলা, অন্যদিকে পুত্রদের প্রত্যাখ্যানের বেদনার চিত্র এঁকেছেন। অবশ্য আধুনিক যুগের পুত্ররা যে মাকে তাদের নিজের মতো করেই ভালোবাসে, এলেনের মনে সেই আশার অঙ্কুর উদ্‌গত হয়েছে। লেখিকা এইভাবে গল্প শেষ করেছেন। আবার John Updike -এর গল্প 'Still of Some Use' এ দেখা যাচ্ছে, স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর ফস্টার স্ত্রীকে আর ছেলেদের সাহায্য করতে স্ত্রী - পুত্রের কাছেই এসেছে। বাড়ি খালি করে দিতে সাহায্য করতে হবে। ছাদের ঘরের পুরানো জিনিষগুলি ফেলে দেওয়ার সময় ফস্টার ও তার ছোট ছেলে একই সঙ্গে অনুভব করছে পুরানো কতকগুলি সুখের দিন যেন বুকের মধ্যে থেকে ছিঁড়ে দিতে হচ্ছে। এখানে পিতৃহৃদয়ের বেদনা পাঠককে স্পর্শ করছে। Tillie Olsen এর 'I stand Here Ironing' গল্পে। স্বামী শিশুসন্তান সহ উনিশ বছরের মেয়েটিকে ফেলে চলে যাওয়ার পর মেয়েটিকে একাকিনী করতে পারেনি। অভাবে অবহেলায় মেয়েটি বড় হয়েছে। কৃতী হয়েছে। মা এখন খুশি । সারাজীবন জামা - কাপড় ইস্ত্রির কাজেই কেটে গেল মায়ের। স্বামী চলে যাওয়ার পর সংসার চলেছে তার সহায়তা ছাড়াই। তবু নিজের পরিশ্রমে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে প্রথম মেয়েটি। তাতেই মা সুখী। লেখিকার চোখে সেই নারী মহীয়সী। যে একাকিনী দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করেছে সন্তানদের সুস্থজীবনের জন্য অক্ষমতার বেদনায় সে যতই দুর্বল হয়ে পড়ুক না কেন। এমন অভিজ্ঞতা আমাদের এদশের সাহিত্যেও পাই। সাম্প্রতিক সাহিত্যে তো চোখে পড়ছেই।

এইভাবে আমেরিকান গল্পকাররা নিজেদের শিল্পবোধের দর্পণে আমেরিকার পারিবারিক জীবনের একাত্মতা, একে অপরের জন্য স্নেহ, দরদ, স্বার্থত্যাগ এবং পরস্পরকে উপলব্ধি করার বিভিন্ন ঘটনা প্রতিফলিত করেছেন। তারই ফাঁকে ব্যক্তির স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস, পিতাপুত্রের বিরোধী মানসিকতা, কখনও বা পুত্রকন্যার অতি আধুনিক জীবনচর্যায় পিতামাতার মনোবেদনা --- এও তাঁদের অনুভবকে ছুঁয়ে গেছে। বিংশ শতাব্দীর পূর্ণাঙ্গ পটভূমিতে আমেরিকান মানুষগুলির পারিবারিক জীবন কেমন সুখে দুঃখে সমস্যার পর সমস্যার মুখোমুখি এগিয়ে চলেছে, কতিপয় মাত্র গল্পের আলোচনায় তারই আভাষ দেওয়া গেল মাত্র।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com